ত্রৈমাসিক
চা সমাচার

বর্ষ ১; সংখ্যা ০১; আগস্ট ২০১৭

সূচি

⟹ 'বিটিআরআই এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড' শীর্ষক সেমিনার
⟹ চা আস্বাদনী অধিবেশন-২০১৭
⟹ শ্রীলংকার Ceylon Tea এর ১৫০ বছর পূর্তি
⟹ চা নিলাম তথ্য
⟹ 'চা সেবা' এবং 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'মোবাইল অ্যাপ উন্মুক্ত
⟹ চা উৎপাদন তথ্য (জুলাই-আগস্ট)
⟹ সীমান্ত এলাকা থেকে অবৈধ ভারতীয় চা আটক
⟹ চা বিজ্ঞানে উচ্চতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন
⟹ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার (কীটতত্ত্ব) পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন
⟹ নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ
⟹ বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম শুরু
⟹ গোর্খা আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্থ দার্জিলিংয়ের চা
⟹ চীনা প্রতিনিধি দলের বিটিআরআই পরিদর্শন

প্রধান সম্পাদক:
চেয়ারম্যান ,বাংলাদেশ চা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ:
১। সদস্য (অর্থ ও বাণিজ্য)
২। সচিব
৩। উপ পরিচালক (পরিকল্পনা)

তথ্য সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনায় :
জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ কর্মকর্তা

প্রকাশক:
সচিব
বাংলাদেশ চা বোর্ড

গ্রাফিক্স এন্ড ডিজাইন:
জনসংযোগ ও শ্রমকল্যাণ শাখা

বাংলাদেশ চা বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামী রোড
নাসিরাবাদ
চট্টগ্রাম
ওয়েবসাইট: www.teaboard.gov.bd
ফেইসবুক: www.facebook.com/bangladeshteaboard

'বিটিআরআই এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড' শীর্ষক সেমিনার

চিত্র: 'বিটিআরআই এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড' শীর্ষক সেমিনার

দেশের চা বাগান মালিকদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এর উদ্যোগে 'বিটিআরআই এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড' শিরোনামে গত ২৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বিটিআরআই এর সম্মেলন কক্ষে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি। সেমিনারে বিটিআরআই এর পরিচালক ড. মোহাম্মদ আলী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি চা শিল্পের উন্নয়নে বিটিআরআই এর চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তার আলোচনায় তুলে ধরেন।
সেমিনারে বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান জনাব আরদাশীর কবির, এম এম ইস্পাহানী লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এম সালমান ইস্পাহানী, দি কনসোলিডেটেড টি এন্ড ল্যান্ডস কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কিউ আই চৌধুরী, দেউন্দি টি কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. ওয়াহিদুল হক, এম আহমেদ টি এন্ড ল্যান্ডস কোং লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সাফওয়ান চৌধুরী, ন্যাশনাল ব্রোকার্স লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও টি টেস্টার এম সাইফুল ইসলাম সহ অন্যান্য চা বাগান মালিকগণ, বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং বিটিআরআই এ বিজ্ঞানীগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে চা বাগান মালিকরা চা উৎপাদন, বিপণন ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্ভাবনা এবং সমস্যার কথা তুলেন। বিটিআরআই পরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা চা বাগান মালিকদের চা সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের উত্তর দেন।

উন্মুক্ত চা আস্বাদনী অধিবেশন ২০১৭ অনুষ্ঠিত

চায়ের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) ২৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের (পিডিইউ) অডিটোরিয়ামে 'উন্মুক্ত চা আস্বাদনী অধিবেশন ২০১৭' আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চেয়ারম্যান দেশে চায়ের মান উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশীয় চা সংসদ এবং টি ব্রোকার হাউসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।
চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে বিটিআরআই এর প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বছর চা আস্বাদনী অধিবেশনে চট্টগ্রাম ভ্যালি সহ বৃহত্তর সিলেটের ৬টি ভ্যালি সার্কেলের মোট ৯৪টি চা বাগান থেকে ১৪৬ জন ব্যবস্থাপক ও সহকারী ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন; যা ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত চা আস্বাদনী অধিবেশনগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক উপস্থিতি।

চিত্র: চা আস্বাদন

অধিবেশন চলাকালীন আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশীয় চা সংসদের চেয়ারম্যান জনাব আরদাশীর কবির, এম এম ইস্পাহানী লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এম সালমান ইস্পাহানী, দি কনসোলিডেটেড টি এন্ড ল্যান্ডস কোম্পানি (বাংলাদেশ) লি: এর এমডি এ কিউ আই চৌধুরী, প্রবীন টি টেস্টার এম সাইফুল ইসলাম সহ বাগান মালিক, বাগান ব্যবস্থাপক, টি প্লান্টার, টেস্টার, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

এর বিজ্ঞানীগণ।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট আয়োজিত উক্ত অধিবেশনে চায়ের গুণগত মান উন্নয়নে চা আস্বাদনীর গুরুত্ব, চায়ের দেশী ও বিশ্ববাজার পরিস্থিতি এবং চায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজার চাহিদা প্রসংঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন ন্যাশনাল বোকার্সের পরিচালক ও টি টেস্টার এম. সাইফুল ইসলাম। তিনি ৯৪টি বাগানের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি ড্রায়ার মাউথ চা সহ বিভিন্ন গ্রেডের চায়ের মান যাচাই করেন। তাকে আস্বাদনে সার্বিক সহায়তা করেন বিটিআরআই এর ক্রপ প্রডাকশন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: ইসমাইল হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: আ: আজিজ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: রিয়াদ আরেফিন ও উর্ধ্বতন খামার সহকারী জনাব মো: মজিবুর রহমান। মান যাচাই শেষে অংশগ্রহণকারী বাগানগুলোকে তাদের চায়ের গুণাগুণ সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

চিত্র: চা আস্বাদন

উপস্থাপিত চায়ের গুণগত মান বেশ উন্নত ছিল বলে আস্বাদনকারীরা মন্তব্য করেন। টি টেস্টিংয়ে অংশগ্রহণকারী ৯৪টি চা বাগানের উপস্থাপিত চায়ের মধ্যে ৩টি চা বাগানের (বিটিআরআই, লসকরপুর চা বাগান ও ওয়াগ্গাছড়া চা বাগান) চা এর ড্রাইলিফ, ছাকনিপাতা ও লিকারের স্কোর ছিল যথাক্রমে উজ্জ্বল কপারী ও মোট ৫ এর মধ্যে ৪+ হতে ৪; অর্থাৎ পারফরমেন্স ছিল উৎকৃষ্ট (Excellent) এবং আদর্শমানের। অবশিষ্ট অংশগ্রহণকারী চা বাগানের মধ্যে ১৩টি চা বাগানের চায়ের ড্রাইলিফ, ছাকনীপাতা ও লিকার এর স্কোর ছিল যথাক্রমে উজ্জ্বল ও ৪-; অর্থাৎ পারফরমেন্স ছিল অত্যন্ত ভাল (Very Good)। অংশগ্রহণকারী ৯৪টি চা বাগানের উপস্থাপিত চায়ের মধ্যে ৬২টি চা বাগানের চা এর ড্রাইলিফ, ছাকনিপাতা ও লিকার এর স্কোর ছিল যথাক্রমে (Fair) মানের। সাধারণ মান হতে কিভাবে উন্নত ও খুবই উন্নত মানের চা তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে তাৎক্ষনিকভাবে পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া চিহ্নিত সমস্যা উত্তোরণের ব্যাপারেও পরামর্শ দেয়া হয়।

ব্লাক টি আস্বাদনী অধিবেশনের পাশাপাশি উক্ত অনুষ্ঠানের অন্যতম মূল আকর্ষণ ছিল 'ভ্যালু এডেড টি' আস্বাদনী অধিবেশন। এই অধিবেশনে বিটিআরআই কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রায় ২০ প্রকারের ভ্যালু এডেড চা সহ অন্যান্য বাগানের ভ্যালু এডেড চা প্রদর্শন করা হয়, যা অধিবেশনে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করে। এছাড়া অধিবেশনে সদ্য অবমুক্তকৃত বিটি ১৯ এবং বিটি ২০ দ্বারা তৈরিকৃত 'হোয়াইট টি', 'অর্থোডক্স টি', সিটিসি চা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বিশেষভাবে তৈরিকৃত গ্রীন টি ও ন্যাচারাল ফ্লেভার্ড গ্রীন টি, সাতকড়া ফ্লেভার্ড গ্রীন টি, লেমন ফ্লেভার্ড গ্রীন টি, আর্লগ্রে টি, জিরা ফ্লেভার্ড গ্রীন টিও প্রদর্শন করা হয়। এসব ভিন্ন স্বাদের চা টেস্টারসহ আগত অতিথিদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

'Ceylon Tea' এর ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে চা বোর্ড চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি গত ০৮-১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত 'Colombo International Tea Convention 2017' তে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীলঙ্কার বিশ্বখ্যাত 'Ceylon Tea' এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শ্রীলঙ্কা টি বোর্ড এর সহযোগিতায় কলম্বো টি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনের আয়োজন করে। চারদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক, উৎপাদনকারী, বিপণনকারী ও চা শিল্পের সাথে জড়িত শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

চা নিলাম তথ্য

আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম অকশনে মোট (১৪ তম-১৮ তম) ৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে-

নিলাম সংখ্যা	১ম সর্বোচ্চ মূল্য (প্রতি কেজি) এবং বাগানের নাম	২য় সর্বোচ্চ মূল্য (প্রতি কেজি) এবং বাগানের নাম	৩য় সর্বোচ্চ মূল্য (প্রতি কেজি) এবং বাগানের নাম	নিলামে গড় চায়ের মূল্য (প্রতি কেজি)
১৪ তম	বিটিআরআই (৩৪৭ টাকা)	মধুপুর চা বাগান (২৯৬ টাকা)	রাজঘাট চা বাগান (২৮০ টাকা)	২০৯.৬৪ টাকা
১৫ তম	মধুপুর চা বাগান (২৯৪ টাকা)	খৈয়াছড়া ডালু চা বাগান (২৭৪ টাকা)	রাজঘাট চা বাগান (২৬৯ টাকা)	২০৭.১২ টাকা
১৬ তম	মধুপুর চা বাগান (২৮৯ টাকা)	মধুপুর চা বাগান (২৮৩ টাকা)	আমরেইল চা বাগান (২৬৫ টাকা)	২০৭.১৩ টাকা
১৭ তম	মধুপুর চা বাগান (২৯১ টাকা)	দারাগাও চা বাগান (২৭২)	আমরাইল চা বাগান (২৬২ টাকা)	২০৯.৩৪ টাকা
১৮ তম	বিটিআরআই (৩৮০ টাকা)	মধুপুর চা বাগান (২৯৪ টাকা)	ডিউন্ডি চা বাগান (২৬৫ টাকা)	২১০.৪৭ টাকা

উন্মুক্ত হলো ‘চা সেবা’ এবং ‘দু’টি পাতা একটি কুঁড়ি’ মোবাইল অ্যাপ

সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ চা শিল্পের উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন ‘বাংলাদেশ চা বোর্ড’ কর্তৃক চা এর উৎপাদন ও গুনগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন ধরনের সেবা সহজীকরণের নিমিত্তে চা সেবা’ এবং ‘দু’টি পাতা একটি কুঁড়ি’ নামক দুটি মোবাইল অ্যাপ গত ২৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। দেশের শীর্ষস্থানীয় চা বাগান মালিক, বাগান ম্যানেজার, চা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে এক আরম্ভরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি অ্যাপ দুটি উন্মুক্ত করেন।

‘চা সেবা’ এবং ‘দু’টি পাতা একটি কুঁড়ি’ অ্যাপ দুটি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেটে অ্যাপ হিসেবে ব্যবহার করে চা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও দেশ-বিদেশের যেকোন প্রান্তের জনগণ ঘরে বসেই অনলাইন/অফলাইনে চা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি হাতের মুঠোয় পাবেন। চা বাগান মালিক, ব্যবস্থাপক, সহকারি ব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র চা চাষী, টিলাবাবু, শ্রমিক ও চা তথ্য পিপাসু জনসাধারণ তাদের নিজস্ব মোবাইল সেটের মাধ্যমে চা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাবেন। চা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চা চাষ পদ্ধতি, চায়ের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন কৌশল বাগানে বসেই জানতে পারবেন ও সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। সর্বোপরি সময় সাশ্রয় হবে এবং সেবাগ্রহীতার কোন অর্থ ও যাতায়াতের প্রয়োজন হবে না। সময়মত কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত হবে। অ্যাপ দুটি চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টি এক্সপো-২০১৮

বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন বাংলাদেশ চা বোর্ডের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে

চা উৎপাদন তথ্য (জুলাই-আগস্ট)

জুলাই, ২০১৭ মাসে দেশের ১৬২ টি চা বাগান ও উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে মোট ১১২০৬০০০ (এক কোটি বার লক্ষ ছয় হাজার কেজি মেড টি উৎপাদন হয়েছে। জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি ৩,৭৭,৬৯২ কেজি চা উৎপাদন করেছে রাজঘাট চা বাগান। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ডিনস্টোন চা বাগানে (৩,২৪,৫৭০ কেজি) এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ উৎপাদন রশিদপুর চা বাগানে (২,৫৭,০১৭ কেজি)। আগস্ট, ২০১৭ মাসে দেশের চা বাগানগুলোতে মোট ১০৬৪৮৩৭৪ (এক কোটি ছয় লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিন শত চুয়াত্তর কেজি মেড টি উৎপাদন হয়েছে। আগস্ট মাসে রাজঘাট চা বাগানে সর্বোচ্চ ৪১১২৭২ কেজি চা এবং ডিনস্টোন চা বাগানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪৪০১৩ কেজি এবং রশিদপুর চা বাগানে তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৬৯৪৫২ কেজি চা উৎপাদন হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট ৪২০৭৯০০০ (চার কোটি বিশ লক্ষ উনাশি হাজার কেজি) চা উৎপাদন হয়েছে।

বিটিআরআই এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা'র 'চা বিজ্ঞানে' পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিটিআরআই) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি তত্ত্ব বিভাগ) ড. মোহাম্মদ মাসুদ রানা চীনের অ্যানহুই এগ্রিকালচারাল ইউনিভারসিটি থেকে 'টি সাইন্স (চা বিজ্ঞান)' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল গ্রিন টি এর ফ্লেভার এর জন্য দায়ী মূল উপাদানসমূহকে সনাক্ত করা এবং বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে চা গাছকে সে সকল উপাদানে সমৃদ্ধ করার কৌশল বের করা। ড. রানা চীন দেশীয় চা গাছ নিয়ে তাঁর গবেষণায় প্রথম গবেষক হিসাবে একটি জিন চা গাছে প্রতিস্থাপন করতে সমর্থ হন। এ সাফল্যের ওপর পোস্টার পেপার তৈরি করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন। তিনি চায়ের এ্যারোমা (সুগন্ধি) নিয়ে আরও দু'টি গবেষণা কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত করেন। তার গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে মোট ৫ টি গবেষণা প্রকাশনা স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক জার্নাল- 'ফুড কেমিস্ট্রি'; 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব মলিকুলার সায়েন্স'; এবং 'জার্নাল অব ফুড কোয়ালিটি' তে প্রকাশিত হয়। গবেষণা কাজে সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ চীন সরকার তাকে 'চাইনীজ গভার্নমেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট-২০১৬' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'চাইনিজ গভার্নমেন্ট স্কলারশীপ-২০১৩' অর্জনের মাধ্যমে ২০১৩ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে চীনে যান।

নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্পের জন্য পরামর্শক নিয়োগ

বাংলাদেশ চা বোর্ড এর 'এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বিটিআরআই এর প্রাক্তন পরিচালক ড. মাইনউদ্দীন আহমেদকে প্রকল্প চলাকালীন সময়ের জন্য পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। দায়িত্বপালনকালে তিনি নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন, কাঁচা পাতার মূল্য নির্ধারণ, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষীদের মধ্যে সমবায়ী কাজ বৃদ্ধি ও তাদের সংগঠিতকরণের ফর্মূলা উদ্ভাবন এবং প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

সীমান্ত এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় চা আটক

⇒ গত ২ মে ২০১৭ তারিখে রাতে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার ২৩ নম্বর চা বাগান এলাকা থেকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ৭১০ কেজি অবৈধ ভারতীয় চা পাতা জব্দ করেছে। বিজিবি মনতলা বিওপির নায়ে সুবেদার আব্দুর মিয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। জব্দ করা চা পাতার মূল্য দুই লাখ ১৩ হাজার টাকা হবে বলে জানান বিজিবি ৫৫ ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে: কর্ণেল সাজ্জাদ হোসেন।

⇒ গত ১০ জুলাই ২০১৭ তারিখে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ৫২ বস্তা অবৈধ ভারতীয় চা পাতা ও পিকআপভ্যান সহ চালককে আটক করে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় উপজেলার রাজার বাজার এলাকা থেকে চা পাতা আটক করা হয়। প্রতি বস্তায় ৪০ কেজি করে চা পাতা ছিল। খবর পেয়ে চুনারুঘাট থানার এসআই আতাউর রহমান ও এ এসআই আলমাছ চা পাতাসহ পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যান। পুলিশ জানায়, ভারতীয় চা পাতা ও পিকআপভ্যান সহ চালককে আটক করা হয়েছে।

⇒ গত ২৯ জুলাই, ২০১৭ তারিখে যশোরের বেনাপোলের সীমান্ত এলাকা থেকে ৪০ বস্তা ভারতীয় নিম্নমানের অবৈধ চা পাতা জব্দ করেছে বিজিবি সদস্যরা। ৪৯ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লে: কর্নেল আরিফুল হক জানান, চোরাচালানকারীরা ভারত থেকে পাচার করে আনা বিপুল পরিমাণ চা পাতা পাচার করে যশোরে নিয়ে যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি'র সদস্যরা শিকড়ি বটতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় নিম্নমানের চা পাতা আটক করে।

বিটিআরআই এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার (কীটতত্ত্ব) পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টি টেকনোলজি বিভাগ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিটিআরআই) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব) ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন।

"বাংলাদেশে চায়ের লালমাকড় নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন" শিরোনামে গবেষণা কর্মের জন্য তিনি এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এ বিষয়ে তার ৫টি গবেষণা পত্রের মধ্যে ৩টি আইএসআই জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটে তার পিএইচডি ডিগ্রী অনুমোদন করা হয়। ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টি টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: মোজাম্মেল হকের তত্ত্বাবধায়নে তিনি এ গবেষণা কাজ করেন। সহ-তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এর প্রাক্তন পরিচালক ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের কার্যক্রম শুরু

বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের ৪৩ তম সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে কল্যাণ তহবিলের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো: সাফিনুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শিক্ষা, বিবাহ এবং বিশেষ কল্যাণ অনুদানের জন্য চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিকদের নিকট থেকে আবেদন আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রদান, আবেদনপত্র জমাদান এবং বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। তহবিল পরিচালনা বোর্ডের সদস্যদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিটিআরআই) সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোর্খা আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্থ দার্জিলিংয়ের চা

চলতি বছর ভারতের চা খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে দার্জিলিংয়ের চলমান অচলাবস্থা। পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরে তীব্র আন্দোলন করছেন দার্জিলিংয়ের গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ।

চলমান আন্দোলন ও টানা বনধের জেরে শ্রমিক সংকটের কারণে এখানকার অন্তত ৮৭টি বাগান চা উৎপাদন ও সরবরাহ করতে পারেনি। ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক চায়ের নিলামে চার দশকের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দার্জিলিং চা সরবরাহ বন্ধ ছিল। দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের (ডিটিএ) সাবেক চেয়ারম্যান এসএস বাগারিয়া জানান, দার্জিলিংয়ে উৎপাদিত চায়ের দুই-তৃতীয়াংশই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হয়। জার্মানির হ্যালসেন অ্যান্ড লিয়ন, ব্রিটেনের ইউনিলিভার, টাইফু ও টেটলির মতো জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো দার্জিলিংয়ের চায়ের প্রধান ক্রেতা। সরবরাহ সংকটের জের ধরে এ ব্র্যান্ডের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্রেতাই বিকল্প পণ্যের প্রতি ঝুঁকেছেন।

মান অনেকটা কাছাকাছি হওয়ায় বিশ্বখ্যাত দার্জিলিং চায়ের বিকল্প হয়ে উঠছে নেপালে উৎপাদিত চা। গোর্খা আন্দোলনের প্রভাবে বাজার হারানোর শঙ্কায় রয়েছেন দেশটির চা উৎপাদক ও রপ্তানিকারকরা। তাই দ্রুত এসব সমস্যার সমাধান না হলে আগামী তিন বছরের মধ্যে পণ্যটির রপ্তানি ২২ শতাংশ বাড়ানোর সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

চীনা প্রতিনিধি দলের বিটিআরআই পরিদর্শন

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য বহুমাত্রিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যেহেতু বাংলাদেশে গ্রীন টি এর চাহিদা ক্রমবর্ধনশীল এবং কিছু কিছু চা বাগান স্বল্প পরিসরে গ্রীন টি উৎপাদনও করছে সেহেতু ভবিষ্যতে গ্রীন টি এর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজতকরণে বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের ক্ষেত্রে বিটিআরআই এর গবেষণার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

আর এ লক্ষ্যে ২৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে চীনের একটি প্রতিনিধি দল বিটিআরআই পরিদর্শন করেন এবং একটি আধুনিক গ্রীন টি কারখানা নির্মাণের সম্ভাবতা, সক্ষমতা ও কারিগরি বিষয়ে নানা ধরণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামি রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ০৩১-৬৮২০৯৬, ই- মেইল: secretarybtb1@gmail.com